রঞ্জন
ধূর্জটি চন্দ্র

রঞ্জনের কথা ভাবি, ওকে নিয়ে পরীক্ষা করি
ক্রমশ অবাক হই, দেখি ওর অপার মহিমা,
চারমাত্রার হয় সেই ধ্বনির প্রাধান্য পেলে
আবার অক্ষয়বৃত্তে চকিতেই তিন হয়ে যায়
এইভাবে টের পাই আমি ক্ষিপ্র শ্বাসাঘাতে ওর
দুই মাত্রার চেহারা, তবু স্খলন হয়না কখনো
যতই বাড়াই কমাই ঐ এক নির্বিকার সে—
পুরনো থলে নিয়ে চলে যায় নতুন বাজারে।

অন্ধকার
জয়তী রায়

একা অন্ধকার ঝুঁকে আছে
গাছের তলায় জলাশয়ে,
ঘুমন্ত নদীর তীর ঘেঁষে
ঠায় বসে আছে অন্ধকার—
তাকে দেখছে নিদ্রাহীন রাত,
তাকে দেখছে কার্নিশের কবুতর
আর আকাশের নীল নীল তারার তবক;

ঘরের ভিতরে জমা অভিমান,
হীন অপমান, অসফল সময়ের
সবটুকু নিংড়ে নিয়ে অন্ধকার
একা বসে আছে নিঃশব্দে নির্জনে—

অন্ধকারে ফুল ফোটে,
অন্ধকারে যাবতীয় বীজের রোপণ,
প্রেমের ঘনিষ্ঠ উচ্চারণ,
অন্ধকারে, সৃজনের বিশুদ্ধ আচার,
তবু একা অন্ধকার বিমর্ষ উপেক্ষা নিয়ে
ঝুঁকে আছে গাছের তলায়, জলাশয়ে
ঘুমন্ত নদীর তীর ঘেঁষে ঠায়
বসে আছে অন্ধকার একা।